মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
ফোন : ০৮১-৭৬৩২৮, ফ্যাক্স : ০৮১-৭৬৪৩৮, ওয়েবসাইট : www.comillaboard.gov.bd

এইচএসসি পরীক্ষা - ২০১৯ এর ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫২/২০১৮

তারিখ ঃ ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা-এর অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ, অনলাইনে ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কীয় সময়সূচী ও নিয়মাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **অনলাইনে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন ও ফরম পূরণ :**

ক. শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.comillaboard.gov.bd) যথাসময়ে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ১৩/১২/২০১৮ থেকে ২০/১২/২০১৮ পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া এবং ২৪/১২/২০১৮ থেকে ২৬/১২/২০১৮ পর্যন্ত বিলম্ব ফি সহ অনলাইনে ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.comillaboard.gov.bd) প্রবেশ করে eFF এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable list এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী Select করতে হবে। উক্ত হার্ডকপিতে Probable list এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত Probable list থেকে Select করতে হবে এবং Save বাটনে ক্লিক করতে হবে। Temporary List Print করে ভালভাবে যাচাই/বাছাই করে প্রয়োজন হলে Select/Unselect করা যাবে।

খ. Pay info তে ক্লিক করার পর Pay Slip Print করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) Pay Slip এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য Pay Slip Print করে ব্যাংকে টাকা জমাদানের পর আর কোন অবস্থাতেই Select/Unselect করা যাবে না। তবে ব্যাংকে টাকা জমাদানের পূর্বে Select/Unselect করলে পুনরায় Pay Slip প্রিন্ট করে নিতে হবে। ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে Final Submit Button Active হবে। অতঃপর Final Submit এ ক্লিক করে Final Candidate List Print করতে হবে। Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করে কলেজে সংরক্ষণ করবেন। উল্লেখ্য Final Submit না করলে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ নিশ্চায়ন সম্পন্ন হবেনা।

গ. যে সকল পরীক্ষার্থী বিধি মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে Online -এ ফরম পূরণ করবে তাদের নবায়নকৃত রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপির উপরাংশে প্রিন্টকপির ক্রমিক নাম্বার উল্লেখ করে কলেজে সংরক্ষণ করবেন।

ঘ. অন্য কলেজের রেজিস্ট্রেশনধারী যে সকল পরীক্ষার্থী Online - এ ফরম পূরণ করবে তাদের ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে বোর্ডের অনুমতিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপির উপরাংশে প্রিন্টকপির ক্রমিক নাম্বার উল্লেখ করে কলেজে সংরক্ষণ করবেন।

২. **অনলাইনে ফরম পূরণে password এর ব্যবহার :**

প্রত্যেক কলেজ রেজিস্ট্রেশনের কাজে যে **password** ব্যবহার করেছেন ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার eFF এর মাধ্যমে ফরম পূরণের কাজে সেই password টি ব্যবহার করতে হবে।

৩. **ফরম পূরণ, ফি এর টিটি ক্রয়, ফি এর টিটি, পে-স্লিপ এবং অন্যান্য কাগজপত্র দাখিলের তারিখ :**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
ক.	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত (রিটেইন্ড) ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট/নির্ধারিত কলেজের অধ্যক্ষ বরাবরে সাদা কাগজে তালিকাভূক্তির আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	২২/১১/২০১৮
খ.	জিপিএ উন্নয়ন এবং এক বা দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণেচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে তালিকাভূক্তির আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	২২/১১/২০১৮
গ.	কলেজ কর্তৃক নিয়মিত, অনিয়মিত ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণসহ ফলাফল প্রকাশের শেষ তারিখ	১০/১২/২০১৮
ঘ.	বিলম্ব ফি ছাড়া সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে অন লাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২৩/১২/২০১৮
ঙ.	পরীক্ষার্থী প্রতি ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি সোনালী ব্যাংকের সোনালী সেবার মাধ্যমে অন লাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২৭/১২/২০১৮

বিঃ দ্রঃ অনুচ্ছেদ ৩ এর ক – ঙ পর্যন্ত বর্ণিত কার্যাবলী নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করে সকল কাগজপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে বোর্ডকে সরবরাহ করতে হবে।

৪. **প্রাইভেট পরীক্ষা :**

ক. এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় যারা ২০১৫ অথবা তার আগে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পুলিশ, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য (সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এবং একাধিক্রমে ৩ (তিন) বছর শিক্ষকতা পেশায়রত শিক্ষকগণ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

চলমান পাতা-২

গ. প্রাইভেট পরীক্ষার নিয়মাবলী, অনুমতি, রেজিস্ট্রেশন ফরম ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বোর্ড অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পাওয়া যাবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত যে কোন একটি কলেজ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ কেবলমাত্র মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবে। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় যে সকল বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত) সে সকল বিষয়ে ফরম পূরণ করতে পারবে না। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ **৪র্থ ঐচ্ছিক বিষয়ে** পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারবে না।

৫. **জিপিএ উন্নয়ন :**

কেবলমাত্র ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে শুধু সে সকল পরীক্ষার্থী জিপিএ উন্নয়নের জন্য রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ সকল পরীক্ষার্থীদেরকে বোর্ডের তালিকাভূক্তি ফিসহ যাবতীয় ফি এবং আবেদন ফরম কলেজ অধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী কোন অবস্থাতেই কলেজ, কেন্দ্র ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে না। ২০১৭ বা এর আগের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী, যারা ২০১৮ এ আংশিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে কৃতকার্য হয়েছে তারা ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৬. **নির্বাচনী পরীক্ষা :**

ক. জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল পরীক্ষার্থীর জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।

খ. কোন পরীক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কোন কারণ কিংবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও শিক্ষার্থীর প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা যাবে।

গ. নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ থেকে পাবলিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলো অধ্যক্ষের দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বোর্ডে সরবরাহ করতে হবে।

৭. কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে বিষয় সংশোধনের প্রয়োজন হলে, নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সংশোধিত রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সংশোধিত রেজিস্ট্রেশন কার্ড, আগের পরীক্ষার মূল ছক বিন্যাসপত্র ও অধ্যক্ষের সুপারিশসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে আবেদন করতে হবে।

৯. বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীগণ শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে কোনক্রমেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা হবে না।

১০. **এক বা দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী :**

ক. ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে যে সকল পরীক্ষার্থী ৪র্থ (ঐচ্ছিক) বিষয় ছাড়া অন্য এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ এ অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু উক্ত এক বা দুই বিষয়ে (উভয় পত্রে) পরীক্ষা দিতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে ৪র্থ (ঐচ্ছিক) বিষয়সহ সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

খ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬/২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক থেকে দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উক্ত এক বা দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬/২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক থেকে দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণ করে উক্ত এক থেকে দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) পরীক্ষা দিয়ে আংশিক/ বিষয়সমূহে কৃতকার্য হয়েছে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য বিষয়/ বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী, যাদের রেজিস্টেশনের মেয়াদ ২০১৮ এ শেষ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা ৪র্থ ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া শুধু এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে এবং ২০১৮ এর প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা শুধু এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তারা রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক সেই এক বিষয়ে ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে (৪র্থ ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া) দুই বিষয়ে অকৃতকার্য কোন পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা হবে না এবং কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন পুনঃ নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন নবায়নের জন্য আবেদনপত্র ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ (সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে) আগামী ১০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে বোর্ডে জমা দিয়ে নবায়ন করে নিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে মূল রেজি:কার্ড, মূল প্রবেশপত্র এবং অংশগ্রহণকৃত সর্বশেষ পরীক্ষার ছক বিন্যাস পত্রের অধ্যক্ষের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

ঙ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক বা দুই বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিস্কৃত বা রিপোর্টেড হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যাদের ২০১৮ এর পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা হবে না।

১৪/১১/১৮

চলমান পাতা-৩

চ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ চতুর্থ বিষয়ে অকৃতকার্য রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলেও তারা ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কেবল উক্ত চতুর্থ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ছ. আংশিক বিষয়ে পরীক্ষার্থীগণ চতুর্থ (ঐচ্ছিক) বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

১১. **বিশেষ ধরণের পরীক্ষার্থীদের জন্য :**

ক. শারীরিক প্রতিবন্ধী, অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী,শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও লিখতে অক্ষম পরীক্ষার্থীর শ্রুতি লিখক (Scribe) দশম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য হতে নির্বাচন করতে হবে। শ্রুতি লিখক (Scribe) হিসেবে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীর পূর্ণ বিবরণ (প্রধান শিক্ষক প্রদত্ত) ও দুই কপি সত্যায়িত ফটোসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতির জন্য ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে সরাসরি বোর্ডে পৌঁছাতে হবে। কোন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে শ্রুতি লিখক (Scribe) নির্বাচন করা যাবে না। এ ধরণের পরীক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনে পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের পরে অতিরিক্ত ২০ (কুড়ি) মিনিট সময় বৃদ্ধি করা যাবে।

খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (অটিস্টিক এবং ডাউন সিনড্রোম বা সেরিব্রালপল্‌সি আক্রান্ত) শিশুদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সুবিধার জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৩.০৩৬.১৪.৪৯৫ তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫-এর নির্দেশনা মোতাবেক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় ১০% (তিন ঘন্টার পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ মিনিট) অতিরিক্ত সময় প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর বিশেষ ব্যবস্থাপনা সহায়তায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করে পূর্বানুমতি নিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সিভিল সার্জন/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত অটিজম/ডাউন সিনড্রোম/সেরিব্রালপল্‌সি সনাক্তকরণ সনদ, পরীক্ষার্থী ও সাহায্যকারীর পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে।

১২. **প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম :**

ক. কুমিল্লা জেলা	:	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা
খ. চাঁদপুর জেলা	:	চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঘ. নোয়াখালী জেলা	:	১. নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী ২. হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ, হাতিয়া, নোয়াখালী
ঙ. ফেনী জেলা	:	ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী
চ. লক্ষ্মীপুর জেলা	:	লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর

১৩. **বিভিন্ন প্রকার ফি এর হার (বোর্ডের প্রাপ্য) :**

ক. পরীক্ষা ফি প্রতি পরীক্ষার্থী (প্রতি পত্র)	:	১০০.০০
খ. ব্যবহারিক পরীক্ষা ফি (প্রতি পত্র)	:	২৫.০০
গ. বিলম্ব ফি (প্রতি পরিক্ষার্থী)	:	১৫০.০০
ঘ. একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	৫০.০০
ঙ. জিপিএ উন্নয়ন অনুমতি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	১৫০.০০
চ. প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের তালিকাভূক্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	২০০.০০
ছ. অনিয়মিত (রিটেনশন) ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	১৫০.০০
জ. মূল সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	১০০.০০
ঝ. রোভার স্কাউট ফি / গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	১৫.০০
ঞ. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	৫.০০
ট. ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	৫.০০
ঠ. বিশেষ অনুমতি ফি : প্রতি পরীক্ষার্থী (যার বেলায় প্রযোজ্য)	:	৩০০.০০
ড. কেন্দ্র নবায়ন ফি (শুধুমাত্র কেন্দ্র কলেজ) (২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার মালামাল গ্রহণের সময় কেন্দ্র নবায়ন ফি জমা দিবেন)	:	১,০০০.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অন্তর্ভূক্তি ফরম পূরণ এবং সনদ ফি প্রদান করেছিল, ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তাদেরকে সনদ ফি প্রদান করতে হবে না।

১৪. **প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ফি (কলেজের প্রাপ্য) :**

ক. যাদের নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	২০০.০০
খ. যাদের নির্বাচনী পরীক্ষা নেই (যেমন : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি জনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী, শিক্ষক, পুলিশ, মিলিটারী) তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	:	১৫০.০০

১৫. পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জানানো যাচ্ছে, ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার মতো ২০১৯ সালে কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে না। পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করা হবে।

১৬. যে সকল শিক্ষক/কর্মচারীদের ছেলে/মেয়ে/পোষ্য ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ঐ সকল শিক্ষক/কর্মচারী পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

চলমান পাতা-৪

১৪/১১/১৮

১৭. **২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত :**

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং - শিম/শাঃ ১০/৭ পরীক্ষা ২ (গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ : ০৪/০১/০৩ এর ১ (ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

১৮. **কেন্দ্র ফি সংক্রান্ত (কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করতে হবে) :**

ক. এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় নেই) জন প্রতি ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)।

খ. এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ফি (যাদের ব্যবহারিক বিষয় আছে) জন প্রতি ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা) + ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতি পত্রের জন্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকা)।

গ. এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ২০/- (বিশ টাকা)

ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীন পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ) টাকা এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ১০/- (দশ) টাকা হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না।

ঘ. **"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বিষয়ের ক্ষেত্রে ২০/- (বিশ) টাকার বিভাজন ১৩/- (তের) টাকা নিজ কলেজ এবং ০৭ (সাত) টাকা কেন্দ্র কলেজ পাবেন।**

বিঃ দ্রঃ কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক, উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ের ঘাটতি বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যয় বহন করবেন, এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। বোর্ড অফিস হতে সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হবেন।

আদায়কৃত কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফি ব্যতীত) হতে প্রত্যেক কলেজ ১০% টাকা নিজস্ব ব্যয়ের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৯০% টাকা পরীক্ষা কেন্দ্রের/ভেন্যুর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে। ভেন্যু কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার সকল প্রকার ব্যয়ভার মূল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবে। নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থী ও বিষয়ের সংখ্যা অনুপাতে মূলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত কলেজকে ব্যবহারিকের নির্ধারিত ফি প্রদান করবেন।

১৯. **ইংরেজি ভার্সণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ :**

যে সকল কলেজে ইংরেজি ভার্সণে পরীক্ষায় অংশগ্রণেচ্ছুক পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের ০২ (দুই) কপি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী তৈরি করে এবং ইংরেজি ভার্সণে পাঠদানের বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (অধ্যক্ষ কর্তৃক) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক) - এর নিকট হাতে হাতে জমা দিতে হবে। বোর্ডে জমা দেয়ার প্রমাণ স্বরূপ উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক) কর্তৃক গৃহীত এক কপি কলেজে সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন। মূল কপি স্ক্যান করে dchscomillaboard@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম ও কেন্দ্র কোড	শাখা	বিষয় ও বিষয় কোড	শিক্ষাবর্ষ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ইংরেজি ভার্সণে পাঠদানের অনুমতির পত্রের স্মারকনং ও তারিখ

২০. **ফরম পূরণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন :** কোন প্রতিষ্ঠানে একই নামের দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে তাই ফরমপূরণের ক্ষেত্রে নাম, পিতা ও মাতার নাম, জন্ম তারিখ এবং বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে ফরমপূরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক কোন ছাত্র/ছাত্রী ফরম পূরণ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে না যায়।

২১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ড নির্ধারিত ফি ছাড়া অন্য কোন অর্থ আদায় করা যাবে না। কলেজসমূহ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অধিকতর সফলতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে, এজন্য অতিরিক্ত কোন ফি ধার্য বা আদায় করা যাবে না। কলেজের প্রাপ্য বকেয়া বেতন ও অন্যান্য ফি নির্বাচনী পরীক্ষার সময় আদায় করে নিতে হবে।

২২. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী :**

ক. এ বোর্ডের অনুমোদিত কলেজে কর্মরত শিক্ষকগণের তথ্যাবলী বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া eTIF এর নির্ধারিত ছকে অন লাইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং যারা এখনও অন্তর্ভূক্ত হননি তাঁদেরকে আগামী ১৩/১২/২০১৮ হতে ১৫/০১/২০১৯ তারিখের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত/সংশোধন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষকের তথ্য eTIF এ অন্তর্ভূক্তি শেষে হার্ড কপিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে এক কপি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় eTIF এর বাহিরে প্রশ্নসেটার, প্রশ্ন মডারেটর,পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, পুনঃ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন না। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব EIIN নাম্বার ও eSIF এর Password ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করবেন। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ব্যতিত নন এমপিও শিক্ষকদের eTIF পূরণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪/১১/১৮

চলমান পাতা-৫

খ. কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত পারিশ্রমিকের বিল সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে আপনার eTIF এ তথ্য প্রদানের সময় **বিষয় কোড, পদবী, যোগদানের তারিখ, সচল সোনালী ব্যাংক হিসাব নং (১৩ সংখ্যা) ও সচল মোবাইল নম্বর** নির্ভুলভাবে প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। বর্ণিত তথ্যাবলী যথাসময়ে অনলাইনে প্রেরণ না করলে, ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করলে সেটার/মডারেটর/পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক ও পুনঃ নিরীক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদান সংক্রান্ত কোন প্রকার জটিলতার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

গ. শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- শাঃ ১০/বোর্ড বিবিধ-১/২০০৩ (অংশ)/০৯. তারিখ : ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ এর আদেশ মোতাবেক পাবলিক পরীক্ষায় কোন শিক্ষককে প্রশ্ন প্রণয়ণ/প্রশ্ন পরিশোধন/প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষক/পুনঃ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে তা অবশ্যই যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিয়োগপত্র ইস্যু হওয়ার পর যদি কোন শিক্ষক শারীরিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হন, সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই অধ্যক্ষের মাধ্যমে এ বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

অধ্যক্ষগণকে উল্লেখিত (ক-গ) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ তাঁর কলেজের সকল শিক্ষককে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

২৩. এইচএসসি পরীক্ষা - ২০১৯ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ : ০১/০৪/২০১৯ খ্রিঃ, সোমবার।

২৪. প্রতিটি কলেজের নিজস্ব প্যাড- এ সচল E-mail Address, EIIN নং এবং অধ্যক্ষের মোবাইল নম্বর দিতে হবে।

২৫. **সিলেবাস :** পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
বাংলা ১ম পত্র	ক. বাংলা ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯,২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. বাংলা ১ম পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. বাংলা ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
বাংলা ২য় পত্র	ক. বাংলা ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. বাংলা ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ১ম পত্র	ক. ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪,২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ২য় পত্র	ক. ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
রসায়ন	ক. রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে খ. রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	ক. হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান	ক. পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পৌরনীতি ও সুশাসন	ক. পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	ক. আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

চলমান পাতা-৬

১৪/১১/১৮

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	ক. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	ক. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা	ক. অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ভূগোল	ক. ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
উচ্চতর গণিত, পরিসংখ্যান	ক. উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	ক. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। গ. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইসলাম শিক্ষা	ক. ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা,	ক. মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে । খ. মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
সাচিবিক বিদ্যা	ক. সাচিবিক বিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। খ. সাচিবিক বিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

২৬. **অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত :**

ক. অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে কলেজ বদলি ও অভিযুক্ত হবার কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষার্থী হলে, সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন।

খ. এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১১/১৮

(ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৬৮৮১৯

চলমান পাতা-৭

স্মারক নং ঃ উমা/পরী/১৩/বিজ্ঞপ্তি/৫২/২০১৮/৯৯৯(৭০০)

তারিখ ঃ ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো (ক্রম জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
৫. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা
৬. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল জেলা
৭. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা
৮. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৯. সকল কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
১০. ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বিআইএসই বিল্ডিং শাখা, কুমিল্লা
১১. কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইট
১২. সংশ্লিষ্ট নথি।

১৪/১১/১৮

(মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উ.মা.)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা
ফোন ঃ ০৮১-৭৬৪৩৭